ইনকিলাব

তারিখ 04 AUG 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

৪ আগস্ট ২০০৮ সোমবার

জবিতে বারো হাজার ছাত্রীর কোনো হল নেই

এম মামুন হোসেন

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২ হাজার ছাত্রীর জন্য কোনো আবাসিক হল না থাকায় প্রতিনিয়ত দুর্ভোগের শীকার হচ্ছে তারা। ছাত্রীরা বারবার এ ব্যাপারে আন্দোলন করলেও কেবল একটি পরিকল্পনা করা ছাড়া হল নির্মাণে কর্তৃপক্ষের কোনো উদ্যোগ নেই। শিক্ষার্থীরা নিরাপত্তাহীনতা এবং উৎকণ্ঠার মধ্যে মেস কিংবা গ্রুপভাবে ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে থাকছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাই অভিভাবকরা মেয়েকে ভর্তি করাতে রাজি হন না।

সরেজমিনে দেখা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা পুরনো ঢাকার আনাচে-কানাচে কয়েকজন মিলে ছোট রুম নিয়ে থাকে। কেউ কেউ অতিরিক্ত ভাড়ার কারণে পেইং গেস্ট হিসেবে থাকছে। কিংবা ঢাকায় যাদের আত্মীয় রয়েছে তারা অনেকটা বাধ্য হয়ে থাকছেন সেখানে।

শীলা, মিলা, সেহেরিসহ মেসে থাকা কয়েকজন ছাত্রী অভিযোগ করেন, মেয়ে বলে অনেক ভাড়াটিয়া বাড়ি ভাড়া দিতে চায় না। ভাড়া দিলেও বিভিন্ন অজুহাতে ভাড়া বাড়ায়। নিজেদের প্রয়োজনের জন্য প্রতিবাদ করতে পারি না। পুরনো ঢাকার বিভিন্ন মহল্লায় থাকতে হয় বলে অনেক সময় স্থানীয়দের উটকো ঝামেলা তো আছেই।

মার্কেটিং বিভাগের দ্বিতীয় সেমিস্টারের ছাত্রী নুসরাত বলেন, এ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিএতে চান্স পাওয়ার পরেও মেয়েদের আবাসিক হল না থাকায় এখানে বাবা আমাকে ভর্তি করাতে চাননি। এখানে ভর্তি হতে আমাকে বেশ স্ট্রাগল করতে হয়েছে। জানা যায়, ক্যাম্পাসের আশপাশে বাসা ভাড়া না পেয়ে অনেকেই নদীর ওপার কেরানীগঞ্জ, যাত্রাবাড়ী, মিরপুর, বাড্ডা, উত্তরা ও টঙ্গী থেকে এসে ক্লাস করছে। নরসিংদী থেকে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের ছাত্রী সুকন্যা ও আঁখি নিয়মিত ক্লাস করেন। তারা বলেন, খুব ভোরে উঠে বাসা থেকে রওনা দিয়ে সকাল ৯টায় এসে ক্লাস ধরতে হয়। এছাড়া অতিরিক্ত জার্নি এবং বাড়তি যানবাহন খরচ তো আছেই। ক্লাসে সময়মতো পৌঁছতে পারি না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব অর্থায়নে শিক্ষার্থীদের জন্য ২টি নতুন বাসসহ পরিবহন সমস্যা সমাধানে বিআরটিসি থেকে চারটি দ্বিতলা বাস ভাড়া নিয়ে মিরপুর, উত্তরা, কমলাপুর, নারায়ণগঞ্জ রুটে চলাচল করছে। ছাত্রীরা অভিযোগ করেন, প্রয়োজনের তুলনায় পরিবহন সুবিধা সীমিত। ছাত্রীদের জন্য বাসে নির্দিষ্ট আসন নেই। ফলে বাধ্য হয়েই আমাদের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসে ক্যাম্পাসে আসা সম্ভব হয় না। জবির কয়েকজন ছাত্রী ভাড়া থাকে এমন একজন বাড়িওয়ালার সঙ্গে কথা বললে তিনি বলেন, প্রথমে জগন্নাথে পড়ে কয়েকজন মেয়ে এসে বাসা ভাড়া নিতে চাইলেও নিরাপত্তার কথা ভেবে আমি ভাড়া দিতে চাইনি। মেয়েদের অনুনয়ের ফলে পরে তাদের ভাড়া দেই। আমারও নিজের মেয়ে আছে। মেয়েদের বাসা ভাড়া দেয়ায় আমাকে সব সময় বাড়তি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হয়। তাছাড়া মহল্লায় কতো রকমের সমস্যা হতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হয়।

রসায়ন বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী সুমীর বাবা সেলিম আহমেদ বলেন, আমি ঢাকায় একটি চাকরি করি। আমার পরিবার বরিশাল থাকে। আমার মেয়েকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেতে বেশ কষ্ট করতে হয়েছে। ভর্তি হওয়ার পর ভার্সিটির নিজস্ব আবাসিক সুবিধা না থাকায় আমার মেয়েকে নিয়ে সব সময় উৎকণ্ঠায় থাকি। আবাসিক হলের দাবিতে কিছুদিন পর পর জবিতে শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করছে। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের কাছেও কয়েকজন ছাত্রী অভিযোগ দিয়েছেন।

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ সরকার এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বিমাতার মতো আচরণ করছেন। শিক্ষার্থীদের আবাসন সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারের কোনো আর্থিক বরাদ্দ পায়নি কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, আবাসিক সমস্যা সমাধানে অন্তত ২টি হল নির্মাণের একটি পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। যা কয়েক দিনের মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবু হোসেন সিদ্দিক বলেন, আমাদের মতো সরকারকেও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আবাসিক হলের প্রয়োজন বুঝতে হবে। সমস্যা সমাধানে আর্থিক বরাদ্দ দিতে হবে। ছাত্রীদের আবাসিক সমস্যার ব্যাপকতা উপলব্ধি করে তিনি আরো বলেন, সরকারের আর্থিক সহায়তা পেলে একজন হাউস টিউটর নিয়োগ করে বাড়ি ভাড়া নিয়ে এ সমস্যা আপাতত সমাধান সম্ভব। তবে এ ব্যাপারে সরকারের সহযোগিতা প্রয়োজন।